গাংনীতে এনসিপি প্রার্থী অ্যাড. সাকিল আহমেদের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত প্রার্থী হিসেবে এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

শনিবার সকালে গাংনী ইউনিয়ন পরিষদে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেনের কাছ থেকে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদের প্রতিনিধি দল এ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে। এ সময় যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মুজাহিদুল ইসলামসহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এনসিপি নেতারা জানান, মেহেরপুর-২ আসনে দলীয় কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। সামনে ব্যাপক জনসংযোগ ও প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করা হবে বলেও তারা জানান।

আলমডাঙ্গায় বিজয় মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী নারী উদ্যোক্তাদের বিজয়মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেলায় হস্তশিল্প, দেশীয় পোশাক, খাবারসহ বিভিন্ন পণ্যের পসরা সাজানো হয়। নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় ঐতিহ্য তুলে ধরা এবং নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করাই ছিল এই মেলার মূল লক্ষ্য।

মেলার সমাপনী দিনে ২৫ জন নারী উদ্যোক্তা ও অন্যান্য

উদ্যোক্তাদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটার দিকে উপজেলা পরিষদ মঞ্চে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার। সহকারী অধ্যাপক একেএম ফারুকের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, আলমডাঙ্গা বৈচিত্র্য সংরক্ষণ যুব সংস্থার সভাপতি সাঈদ এম হিরণ, সাধারণ সম্পাদক শাকিল আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আরাফাত রহমান, নারী উদ্যোক্তা হেলেন আক্তার কামনা ও নারী উদ্যোক্তা সালমা পারভীন।

মেলায় উদ্যোক্তা সদস্যরা ২৫টি স্টলে তাদের তৈরি বিভিন্ন পণ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। স্টলগুলোতে নারীদের হাতের তৈরি শাড়ি, থ্রি-পিস, বুটিকের কাজ, পিঠা-পুলি, ব্যাগ, পাপোশ, বিভিন্ন ধরনের মেয়েদের পোশাক, নানা প্রকার আচার এবং উন্নতমানের হাতের তৈরি খাবার প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার বলেন, নারীরা অবহেলিত নয়; তারা ঘরে বসেই বিভিন্ন প্রসাধনী ও খাবার তৈরি করে তা নানা উপায়ে বিক্রি করছেন। এর মাধ্যমে নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। মেলায় নারীদের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিনি আরও বলেন, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে নারী উদ্যোক্তাদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে এই বিজয় মেলার আয়োজন করা হয়েছে মূলত তাদের উৎসাহিত করার জন্য। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এ ধরনের আয়োজন করার ইচ্ছা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

যথাযোগ্য মর্যাদায় দর্শনায়

মহান বিজয় দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় দর্শনায় মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। বিজয় দিবস উপলক্ষে দর্শনার বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে র্যালি, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টায় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরে সকাল সাড়ে ৮টায় এসব সংগঠন র্যালি করে দর্শনা কেরু আনন্দ বাজার বিজয় স্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এরপর সকাল সাড়ে ৯টায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানির উদ্যোগে দর্শনা কেরু হাসপাতালে রোগীদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন কেরু ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

দর্শনা পৌরসভা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, কেরু চিনিকল কর্তৃপক্ষ, দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটার, দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়, বাংলাদেশ জাসদ, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, দর্শনা প্রেসক্লাব, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), কেরু মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ, দর্শনা রেল বাজার দোকান মালিক সমিতি, দর্শনা কাস্টমস, দর্শনা মৌচাক সামাজিক সংস্থা, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা আঁচল ব্যান্ড সংগীত গোষ্ঠী, লিটল অ্যাঞ্জেলস স্কুল, দর্শনা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দর্শনা উইমেন্স ক্লাব, পূর্ব রামনগর সরকারি বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান র্যালিতে অংশ নেয়।

র্যালি শেষে এসব প্রতিষ্ঠানে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা কেরু চিনিকলের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে সকাল ৮টায় শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কেরু চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান, মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, ফাইন্যান্স ও অর্থ বিভাগের আব্দুছ ছাত্তার, জিএম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, এডিএম মির্জা গালিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে রাব্বিক হাসানের সহযোগিতায় কেরু হাসপাতালে রোগীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

এদিন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে নানা কর্মসূচি পালন করে।

নানা আয়োজনে কোটচাঁদপুরে মহান বিজয় দিবস পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। দিনটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয় ব্যাপক প্রস্তুতি।

মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের শুভ সূচনা করা হয়। এরপর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবস্থিত উপজেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও স্থানীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সকাল ৮টায় কোটচাঁদপুর সরকারি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে দিনের মূল কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এনামুল হাসান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুউজ্জামান এবং উপজেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এরপর পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস, স্কাউটস, গার্লস গাইড এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ প্রদর্শিত হয়। কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এনামুল হাসান।

দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এসময় বক্তারা মহান মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য তুলে ধরে নতুন প্রজন্মের কাছে সঠিক ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

দিনের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল হাসপাতাল ও এতিমখানায়

উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, এবং বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা। সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিজয় দিবস উপলক্ষে কোটচাঁদপুর শহরকে বর্ণিল আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসবের আমেজ তৈরি করেছে।

আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমানের বিদায় সংবর্ধনা

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমানের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রাত ৯ টার সময় এই বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান গত ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে তিনি যোগদান করেন। গত এই ১৪ মাস তিনি আলমডাঙ্গা থানার দায়িত্ত পাল্ন করেছেন। শক্ত হাতে দমন করেছেন অন্যায়। মাদক নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন।

এই বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা সিনিয়র সাংবাদিক রহমান মুকুল, প্রশান্ত বিশ্বাস, হামিদুল ইসলাম আজম, ফিরোজ ইফতেখার, তানভির সোহেল,আতিক বিশ্বাস প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় মেশিনে গলা কেটে শিশু শ্রমিকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গা আনন্দধাম ক্যানেলপাড়ার ভাই বোন বেকারিতে মেশিনে গলা কেটে সোহান (১৪) নামের এক শিশু শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার বেলা ১২টার দিকে বেকারির খামির মেশানো মেশিনে হাত আটকে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা আনন্দধাম এলাকার মৃত মান্নান হোসেনের ছেলে নাশির উদ্দিন দুই মাস আগে ভাই বোন বেকারি নামে একটি কারখানা স্থাপন করেন। নীলফামারি জেলার চাপড়া থানার চেয়ারম্যান পাড়া থেকে কাশেম আলীর ছেলে আদর আলি এবং মনিরুলের ছেলে সোহান কাজের সূত্রে আলমডাঙ্গায় এসে এই বেকারিতে কর্মরত ছিল।

রবিবার বেলা ১২টার দিকে খামির মেশানো মেশিনে ছুরি দিয়ে জমাট বাঁধা খামির ছাড়ানোর সময় অসাবধানতাবশত সোহানের হাত মেশিনে আটকে যায়। মুহূর্তেই তিনি মারাত্মক আহত হন এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

মৃত সোহানের মামাতো ভাই আদর আলি বলেন, আমরা দুই মাস ধরে এখানে কাজ করি। আজ দুপুরে সোহান খামির ছাড়াতে গেলে হঠাৎ মেশিনে হাত আটকে যায়। আমরা দ্রুত বিদ্যুৎ বন্ধ করলেও ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়ে যায়।

কারখানার মালিক নাশির উদ্দিন বলেন, দক্ষ শ্রমিক হিসেবে বয়স কম হলেও আমরা তাদের কাজে নিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মেশিনে হাত আটকে গিয়ে গলা কেটে সে মারা গেছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা।

দামুড়হুদায় রবি প্রণোদনার বীজ

ও সার বিতরণের উদ্বোধন

দামুড়হুদায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রোববার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তারের সভাপতিত্বে উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের রবি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বোরো উফশী ও বোরো হাইব্রিড ধানের বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথী মিত্র।

কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এবার উপজেলার ২৫০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে ২ কেজি উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ বিতরণ করা হবে। এছাড়াও ৮১০ জন কৃষককে ১০ কেজি উফশী জাতের বীজ, ১০ কেজি এমওপি সার এবং ১০ কেজি ডিএপি সার বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা আব্দুল ওয়াহেদ, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, সোহরাব হোসেন, বজলুর রহমান, মামুন-অর-রশিদ, নাজমুল হুসাইন, মুকুল হোসেন, জান্নাতুল ফেরদৌস, আসমা আকতার, চাঁদনী খাতুন এবং মুইন নাদিম।

খেলাধুলার বিকল্প কখনোই ডিজিটাল ডিভাইস হতে পারে না

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, একটি সুস্থ জাতি গঠন করতে হলে একটি সুস্থ মনের দরকার, একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ দরকার এবং সেটা জন্য একটি সুস্থ দেহ দরকার। সুস্থ দেহের মধ্যেই সুস্থ মন বাস করে। বাংলাদেশে অনেক ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা রয়েছে এর মধ্যে কাবাডি একটি উল্লেখযোগ্য খেলা।

এছাড়াও রয়েছে হাডুডু, গোল্লাছুট আমাদের এই গ্রামীণ খেলাগুলো ঠিকমতো আর প্র্যাকটিস হচ্ছে না। এর কারণ হচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েরা, শিক্ষার্থীরা খেলার
মাঠ বিমুখ হয়ে গেছে। তারা
মোবাইলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।
আমি এটাকে বলছি ডিজিটাল ডিভাইস
দূষণ। এর কারণে আজকে
শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার দিকে
মনোযোগ নেই। এই মনোযোগ
আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে।
খেলাধুলার বিকল্প কখনোই ডিজিটাল ডিভাইস হতে পারে না। ভার্চুয়াল জগত কখনোই বাস্তব জগতের বিকল্প হতে পারে না। তাদের সকলকে অ্যাকচুয়াল জগতে ফিরে আনতে হবে।

শনিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবল ও কাবাডি প্রতিযোগিতার উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল ডিভাইস পলিউশনের জন্য আমাদের ইয়াং জেনারেশন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তাদের ওখান থেকে ফিরে আনার আমাদের যে বড় প্রচেষ্টা, তারই অংশ আজকের এই আয়োজন। এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য যে উন্নত জাতি প্রয়োজন, তা গড়ার একটি পদক্ষেপ।

মাদক ও অনলাইন জুয়া নিয়ে তিনি বলেন, মেহেরপুরে মাদক রোধে যা যা করণীয়, তা জেলা প্রশাসন ও সদর উপজেলা প্রশাসনসহ আমাদের অন্যান্য দপ্তরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সমন্বিতভাবে কাজ শুরু করব এবং ইতিমধ্যেই কিছু কাজ শুরু করেছি। অনলাইন জুয়ার মতো এত বড় একটি ছোবলে অনেকেই বিপদগ্রস্ত হয়ে গেছে। অনেকেই ঘরবাড়ি হারিয়ে ফেলেছে। যারা এর পেছনে আছে, তাদের আমরা খুঁজে বের করে আইনের আওতায় নিয়ে আসব।

প্রতিযোগিতার সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, মাদকের অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো খেলাধুলা। আজকের যুবক যদি স্মার্টফোনের গেমে ডুবে থাকে, তাহলে তার শরীর-মন দুটোই নষ্ট

হবে। আমি চাই, মোবাইলের স্ক্রিন নয় খেলার মাঠই হোক তোমাদের আড্ডাখানা। মাদক নয়, ঘাম ঝরানোই হোক তোমাদের নেশা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকাসক্ত হতে না দিতে আজকের যুবকদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা শরীরকে সুস্থ রাখে, মনকে প্রফুল্ল রাখে এবং চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

কুচকাওয়াজ, জাতীয় সংগীত, রঙিন বেলুন ও ট্রফি উন্মোচনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

এসময় জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারগণ, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতায় সদর উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন ও মেহেরপুর পৌরসভার ১টি মোট ৮টি দল ভলিবল ও কাবাডি দুটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করছে।

ঝিনাইদহে গণপ্রকৌশল দিবস পালিত

‘দক্ষ জনশক্তি, দেশ গঠনের মুল ভিত্তি’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে গণপ্রকৌশল দিবস ও আইডিইবি’র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান। পরে সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে সমাবেশে মিলিত হয়। সেসময় ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) জেলা শাখার সভাপতি ইয়াছিন আলী, সাধারণ সম্পাদক মুন্সী আবু জাফরসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, দেশের টেকসই উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন উল্লেখ করে

বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করলেই উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

ঝিনাইদহে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে র্যালী ও যুব সমাবেশ

‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ঝিনাইদহে র্যালী ও যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সোমবার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর থেকে র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, সুবীর কুমার দাশ, জেলা শিক্ষা অফিসার লুৎফর রহমান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সী ফিরোজা সুলতানা, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সদস্য সচিব সাইদুর রহমানসহ যুবনেতারা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় যুব সমাজই সবচেয়ে বড় শক্তি। তারা শিক্ষায়, প্রযুক্তিতে, কৃষিতে, শিল্পে ও উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে দেশকে এগিয়ে নিতে পারে। বক্তারা আরও বলেন, আজকের তরুণরাই আগামী দিনের নেতা। তাদের মেধা, মনন ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে সামনের দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।